সেই দিনের কথা বলি

গোলাম মোস্তফা

প্রসংগ - সেই রাতের কথা বলতে এসেছি (Tale of the Dakest Night; Director – Kawsar Chowdhury)

সবাই একটু নড়েচড়ে বসল। যারা অনেক সময় রিলাক্স হয়ে টেবিলে পা তুলে কিংবা এক চেয়ারে বাঁকা হয়ে আর এক চেয়ারে পা তুলে কেসুয়্যালি বসে তারাও দেখলাম পা নামিয়ে সংযত হয়ে বসল।

এই টার্মে ডকুমেন্টারী তৈরীতে ঘটনা নির্বাচন, ক্যমেরা চালানো, লোকেশন সাউন্ড এর কারিগরী দিক ইত্যাদি বিষয়ের উপরে পড়ানো হয়। শিক্ষক নিজের পছন্দ মত পৃথীবির বিখ্যাত ডকুমেন্টারী ক্লাশে দেখিয়ে আলোচনা করে। ছাত্ররাও নিজেদের মতামত জানায়। কেউ কেউ আপত্তি জানায় আবার কোন কোন বিষয়ের ভূয়শী প্রশংসা করে। এছাড়া প্রত্যেক ছাত্রকে তাদের পছন্দমত একটি ডকুমেন্টারী ক্লাশে দেখিয়ে আলোচনা করতে হয়। নির্মানের কারিগরী দিক ছাড়াও বিষয়বস্তু, বাজেট, মার্কেটিং, ডিস্ট্রিবিউশান, আয় এবং নির্মাতা সম্পর্কে তথ্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে উপস্থাপক ছাত্রকে বিশদ ভাবে আলোচনা করতে হয়। কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তার জবাব দিতে হয়। সবশেষে এই ডকুমেন্টারীটি কিভাবে দর্শক মননে প্রভাব ফেলে তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হয়।

স্বাধীনতার মাস। আমি ঠিক করলাম আমার নির্বাচিত ডকুমেন্টারীটি হবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর। নিজের কাছে যা আছে তা আবার নতুন করে দেখলাম। কারীগরি দিক ছাড়াও অনেক ছবিরই প্রিন্ট এর দূরাবস্থার কারণে বাতিল করতে হল। বন্ধুবান্ধবদের অনেকের সাথেই আলোচনা করলাম কি করা যায়? ডকুমেন্টারী'র মূল কথাই হল ঘটনার উপস্থাপন, তা রি-মেইক বা কনস্ট্রাকটেডও হতে পারে তবে তা হতে হবে সত্যের কাছাকাছি। কনস্ট্রাকটেড ডকুমেন্টারীর মূল সমস্যাই হলো তা কখনও কখনও হয় অতিরঞ্জিত বা ঘটনার থেকে গুরুত্বহীন অবিশাস্য। তাই নির্মাতাকে হতে হয় নিরপেক্ষ, সত্যের কাছাকাছি। আমরা যে সমস্ত নেচারাল বিষয়ের ডকুমেন্টারী দেখি তার একটি দৃশ্যের জন্য কখনও কখনও নির্মাতাকে ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন ক্যামেরা সেট করে অপেক্ষা করতে হয়।

তা যাক সে অন্য বিষয়। অনেক ঘাটাঘাটির পর আমার পছন্দের ডকুমেন্টারীটি নির্বাচন করলাম। আমি আমার উপস্থাপনার প্রথমেই মার্কার দিয়ে বোর্ডে ১৯৭১ লিখলাম। জিজ্ঞেস করলাম-
'কে কে জানে ১৯৭১ সালে বিখ্যাত কি কি ছবি হয়েছে?'
ক্লাশের ছবির উপরে জীবন্ত এনসাইক্লপিডিয়া ইটালিয়ান বংশদ্ভোত টনি কয়েকটি ছবির নাম, ডিরেক্টরের নাম ও কি কি পুরস্কার পেয়েছে তাও জানিয়ে দিল মূহুর্ত্তেই। আমি সহ দু'য়েকজন মাথা চুলকালাম কিছু মনে পড়ে কিনা? এর উত্তর জানা আমার উদ্যেশ্য নয়। সেই ১৯৭১ সালে ইতিহাসের আর কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে কেউ জানে কিনা জানতে চাইলাম। এবারে আমেরিকায় জন্ম ও বড় হওয়া মিউজিশিয়ান বাবার সাথে ব্রিটেনে দীর্ঘদিন বসবাসকারী লুক (লুক ও ফ্রেনক জমজ দুই ভাই আমার সাথে ফিল্ম মেইকিং এ ডিপ্লমা করছে) হাত তুলল, বললো-

“Hai … I know that’s the year when Bangladesh fights against Pakistani army. Is not it? …”

এবারে বোর্ডে পাক ভারত উপমহাদেশের ম্যাপের একটা স্কেচ আঁকলাম। প্রশ্ন করলাম- ’কেউকি বুঝতে পারছো এ ম্যাপের কোনটা কোন দেশ?’

দু’য়েকজন হাত তুলল, কোরেশিয়ান মেয়ে ইভানা হেসে হেসে বললো-

’তোমার ম্যাপ আঁকার যে নমুনা না লিখে দিলে চিহ্নিত করা মুশকিল তবে নিশ্চই এর মধ্যে বাংলাদেশ আছে, কারন তোমার দেশ প্রীতির কথা কে না জানে? আর তুমি নিশ্চই বাংলাদেশের উপর কোন ডকুমেন্টারী দেখাবে। সে জন্য এত পাঁয়তারা করছো।’

জর্ডানী মেয়ে লামা। মুসলিম। অষ্ট্রেলিয়ায় বাবা মার সাথে আছে ৭ বছর বয়স থেকে। পরিচয়ের প্রথম থেকেই বাংলাদেশ সম্পর্কে বলে বলে ওর কান ঝালাপালা করেছি। সে মুচকি হেসে বললো-

’হ্যা, মোস্তফার কাছে বাংলাদেশই পৃথীবির শ্রেষ্ঠ দেশ।’

আমি ওদের হাসাহাসিতে কোন উত্তর না দিয়ে আঙুল দিয়ে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানকে দেখালাম। বোর্ডে রাইফেলের একটা ছবি ও তার পাশে রাইফেল থেকে ছোট একটি মানুষের স্কেচ আঁকলাম। বললাম-

’দেখ একটা রাইফেল থেকে আকারে ছোট একজন কিশোর, যখন তার বন্ধুদের সাথে স্কুলে ক্লাশে থাকার কথা কিংবা খেলার মাঠে, তখন রাইফেল কাঁধে যুদ্ধে, দেশ স্বাধীন করার জন্য।’

বোর্ডে সংখ্যায় ৩ মিলিয়ন কথাটি লিখলাম, জিজ্ঞেস করলাম-

’অষ্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা কত?’

কেউ কেউ জানালো ২০-২২ মিলিয়ন।

’তা হলে বোর্ডে লেখা সংখ্যাটি অষ্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার প্রায় ৭ ভাগের ১ ভাগ আর সেই সংখ্যার একটা জনগুষ্ঠি যদি দেশ স্বাধীন করতে চাওয়াতে হত্যার স্বীকার হয় তবে তোমার অনুভূতি কি হবে?’

সবাই একটু নড়েচড়ে বসল কেউ কোন উত্তর দিল না। এবারে আমি কিছুটা ভূমিকা দিলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর। যে ডকুমেন্টারীটি দেখাব তার উপরে একপৃষ্ঠার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরন সবাইকে দিলাম। বললাম-

’ছবি সম্পর্কে আমার যা কথা এতে দেয়া আছে, চাইলে তোমরা এখন পড়তে পার অথবা পরে।’

শিক্ষক এলিজাবেথ (যাকে সংক্ষেপে লিজ বলে ডাকে) নোটটি হাতে নিয়ে একনজর চোখ বুলিয়ে বললো-

’ঠিক আছে আমরা আগেই পড়ি। তাতে হয়ত বুঝতে সুবিধে হবে।’

পাঁচ মিনিট নির্ধারন করা হল।

পড়া শেষে অনেকেই দেখলাম মাথা নীচু করে আছে। আমি বললাম এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাস। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করে বাঙালীরা দেশ স্বাধীন করেছে। আমিও একজন মুক্তিযোদ্ধা। বয়স ছিল মোটে ১৩ তখন। আহবান জানালাম চল ছবিটি দেখার আগে ৩ মিলিয়ন শহীদদের প্রতি সন্মান দেখিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করি। বিনা দ্বিধায় সবাই দাঁড়িয়ে গেল। সবকিছু নিয়ে ফোঁড়ন কাটা যার অভ্যাস সেই কামিল ডরমাডস্কি (পোলিশ জিউস, ওর বাবা মা ভাই সবাই ফ্লিম মেকিং এর সাথে জড়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম

সুযোগেই কামিলের বাবা মা অষ্ট্রেলিয়ায় অভিবাসী হয় ।) গম্ভীর । চোখ ছল ছল । সম্ভবত ওর চোখের সামনে ওর বাবা মা থেকে শুনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভৎসতার ছবি ভেসে উঠেছে ।

যারযার আসনে ঠিকঠাক হয়ে বসার পর আমি কাউসার চৌধুরী নির্মিত 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি (ডার্ক নাইট)' ডকুমেন্টারীটি প্রজেক্টরে ছাড়লাম । কিছুক্ষনের মধ্যেই কারো কারো দীর্ঘস্বাশ পড়তে শুনলাম । যখনই মুক্তিযুদ্ধের কোন ষ্টীলছবি, বই কিংবা মুভি দেখা শুরু করি আমি নিজেকে যুদ্ধের সেই সময়টায় আবিস্কার করি । কি করে যুদ্ধে গেলাম? একের পর এক বিভিন্ন ঘটনা চোখের সামনে ভাসতে থাকে । বুকের ভিতর ক্রমে জমতে থাকে কষ্ট আর কষ্ট থেকে ক্রোধ । ক্রোধ জম্মায় নিজের প্রতি, পুরো দেশের প্রতি তথা বাঙালি জাতির প্রতি । এখনও আমরা এত বড় একটা গণহত্যার কোন বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারলাম না । এত রক্ত, ত্যাগ, সংগ্রাম এর পর গড়া একটা জাতি এত তাড়াতাড়ি লেজগুটানো নেংটি ইঁদুরে পরিণত হলো?

পুরু ক্লাশ জুড়ে পিনপতন নীরবতা । সবাই একাগ্রচিত্তে দেখছে । যদিও আমি বরাবর সামনের সারিতে বসি, এদিন আমি ইচ্ছে করেই সবার পেছনে শিক্ষক লিজ এর পাশে বসা । লক্ষ করছি সবার অনুভূতি ও অভিব্যক্তি । বরাবরই ক্লাশে কোন মুভি দেখার সময় কেউনা কেউ বিভিন্ন ফোঁড়ন কাটে । দূর- এখানটা আউট অফ ফোকাস কিংবা লাইন ক্রস করেছে অথবা ভুল ম্যাচকাট ইত্যাদি । আবার কখনও কখনও হাসির ধুম পড়ে কোন হাস্যরসাত্মক দৃশ্য দেখলে । ভয় হচ্ছিল এই বুঝি কেউ বলে বসল ওহ্ এখানটা খালি খালি ক্যামেরা মুভ করিয়েছে কিংবা ফালতু ভিজুয়াল অথবা অশ্লিল শব্দ মিশ্রন ইত্যাদি । (তেমন যে হয়নি তা নয় ।) কিন্তু না সবাই দেখলাম একমনে দেখছে ।

অজি জ্যাকলিন চোখ মুছছে যখন রোকেয়া হলের দারোয়ান বিবরণ দিচ্ছিল কিভাবে তার শিশু সন্তান, তার মেয়েকে বর্ব্বররা হত্যা ও ধর্ষনের জন্য টানাহিচড়া করেছে । কিভাবে সে অলৌকিক ভাবে গুলি খেয়েও বেঁচে যায় । তাহিতি থেকে আসা ইন্টারন্যাশনাল ষ্টুডেন্ট ক্লোই ফোঁফাচ্ছে জগন্নাথ হলের হত্যাকান্ড দেখে ।

এক সময় ছবি শেষ হলো । ইভানা যে মেয়েটা সদা হাস্যোজ্জল সাধারণত: ছবি শুরু ও পরে জানালার পর্দাগুলো বন্ধ ও খোলার দায়িত্ব নেয় । আজ সে যেন উঠতে ভুলে গেছে । চুপচাপ টেবিলে মাথা নীচু করে বসে আছে । অন্যান্যরাও দেখলাম গম্ভীর । শিক্ষক লিজ আস্তে করে আমার পিঠে হাত রাখলে আমি কেঁপে উঠলাম । মাইকেল যে বেশীর ভাগ সময় আমার স্টুডেন্ট ফ্লিমের ক্যামেরা অপারেট করে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল লাইটের সুইচের কাছে । মনে হলো দ্বীধান্বিত । এই পরিবেশে আলো জ্বালানো ঠিক হবে কিনা ভাবছে ।
লিজ বললো-
'লাইটটা জালাও ।' আলো জ্বলতেই লিজ আবার বললো-
'আজ আমরা এ ছবির উপরে আলোচনা করব না বরং আজ তোমরা ছুটি নাও । কাল প্রথমে এর উপর আলোচনা ও পরে অন্য কাজ ।'

আমি ধীর পায়ে ডিভিডি প্লেয়ার হতে ডিভিডিটি বের করে নিজের ব্যাগ গুছালাম। ততক্ষনে অনেকেই উঠে দাঁড়িয়েছে। দেখলাম ব্রীটিশ বংশদ্ভোত টম যে ঘন্টায় ঘন্টায় ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে পান করে ওর কাপটি কফি ভর্তি, সম্ভবত ঠান্ডা হয়ে গেছে, কখনযে চুমুক দিতে ভুলে গেছে কে জানে। টম কাপটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে হয়ত বেসিনে ফেলতে। ক্লাশ থেকে বেরিয়ে দেখি জ্যাকলিন দাঁড়িয়ে। দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। অনুভব করলাম সে কাঁপছে। এতই আবেগ তাড়িত ছিল যে সে আমার গালে গাল চেপে রাখল কিছুক্ষন। অবশেষে আমি আস্তে করে বললাম-
'এবারে আমি যাই।' জ্যাকলিন কোন কথা না বলেই আমাকে ছেড়ে দিল, মাথা নীচু করে হাটা দিল অন্যদিকে।

লামা যে কিনা সর্বক্ষন আমার সাথী হয় ট্রেন ষ্টেশন পর্যন্ত আর সারাক্ষন বক বক করে নিজের কথা বলে। বাবা, মা, বোনদের কথা ছাড়াও আজো একটা বয়প্রেন্ড জুটাতে পারলা কেন ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও নিজের অনেক ব্যক্তিগত কথাই শেয়ার করে ষ্টেশনে যেতে যেতে। আজ দু'জনে শুধু হাটছি কারো মুখেই কোন কথা নেই। এক সময় ষ্টেশনের দু'টি প্লাটফরম হতে দু'জনে দুইদিকে ট্রেনে চেপে বসলাম।

পুরো ট্রেন জার্নির ঘন্টাখানেক আমি সাধারনতঃ বই পড়ে কাটাই। আজ ব্যাগ হতে বই বের করতেই ইচ্ছে করছে না। সারাক্ষন শুধু মনে হচ্ছিল একটা ছবি কি দারুন ভাবে নাড়া দিয়ে গেল এই কয়েক জন ভবিষ্যৎ নবীন ছবি নির্মাতাকে।

গোলাম মোস্তফা (ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্লিম মেকার, সংগঠক ও সাংস্কৃতিক কর্মী, সিডনি, অস্ট্রেলিয়া)